হেরোদের মানসিক চাপ

মার্ক ৬:১৪-২৯

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যীশু কীভাবে তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করেন এবং তারা কীভাবে লোকদের মাঝে ঈশ্বরের শক্তিতে বিভিন্ন কাজ করেন (৬:৭-১৩)। শিষ্যদের এই কাজের মাধ্যমে যীশুর পরিচর্যার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল (লুক ৯:৭); এমনকি হেরোদ অ্যান্টিপাসের প্রসাদেও সেই সংবাদ পৌঁছাল। এখন হেরোদ যখন যীশুর কথা শুনল, তখন তার কী প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা আজকের শাস্ত্রাংশে বর্ণনা করা হয়েছে।

নতুন নিয়মে বিভিন্ন হেরোদের নাম উল্লেখ আছে। যীশু যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন রাজা ছিলেন হেরোদ দ্য গ্রেট। ইনি পণ্ডিতদের মাধ্যমে ইহুদিদের রাজার জন্মের কথা শুনে বেৎলেহেমের শিশুদের হত্যা করেছিলেন। ইনি অনেক বিবাহ করেন এবং তাদের মাধ্যমে অনেক পুত্রের জন্ম দেন। নিজের সিংহাসন হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে তিনি আবার তার বিভিন্ন পুত্র ও স্ত্রীকে হত্যা করেন। হেরোদ দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পর তার রাজত্বকে রোমানরা তার জীবিত তিন সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দেয়। এই তিনজন ছিলেন হেরোদ অ্যান্টিপাস, হেরোদ ফিলিপ এবং হেরোদ অ্যারিস্টোবোলুস্। এদের পিতা এক হলেও মাতারা ছিলেন বিভিন্ন। অর্থাৎ এরা সবাই ছিল একে অন্যের সৎ ভাই। হেরোদ অ্যান্টিপাস পেরেয়া ও গ্যালিলির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, আমাদের শাস্ত্রাংশে এর নামই উল্লেখ করা হয়েছে। অ্যারিস্টোবোলুসের এক কন্যা ছিল, যার নাম হেরোদীয়া। হেরোদ ফিলিপ হেরোদীয়াকে (ভাইঝি) বিবাহ করে এবং এক কন্যা জন্মায়, যার নাম শালোমে।

হেরোদ অ্যান্টিপাস্ তার রোম সফরে সৎ ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদীয়ার সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাকে চুরি করে সঙ্গে করে গালীলে ফিরে আসেন ও তার নিজের স্ত্রীকে (অরেটাসের কন্যা) ত্যাগ করে হেরোদীয়াকে অবৈধভাবে বিবাহ করে। এ ছিল মোশির নিয়মবিরুদ্ধ একটি সম্পর্ক (লেবীয় ১৮:১৬; ২০:২১)। নির্ভীক দীক্ষাদাতা যোহন এই পাপের জন্য রাজাকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করেছিলেন। ফলস্বরূপ, দীক্ষাদাতা যোহন হেরোদ অ্যান্টিপাসের দ্বারা অন্যায়ভাবে গ্রেফতার হন ও নৃশংসভাবে নিহত হন।

এমন ঘটনার পর যীশুর কথা যখন হেরোদের প্রাসাদে উপস্থিত হল, হেরোদের বিবেক অস্থির হয়ে উঠল এই কথা ভেবে যে, তাকে দোষারোপ করার জন্য দীক্ষাদাতা যোহন পুনর্জীবিত হয়েছেন। দীক্ষাদাতা যোহনের গ্রেফতার ও হত্যার যে বিবরণ আমরা মার্কের সুসমাচার থেকে পাই, তার দ্বারা আমরা মানসিক দ্বন্দ্ব ও চাপ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা পাই। পুরাতন নিয়মে উল্লেখিত আহাব ও ঈষেবলের (১রাজা ১৮-২১) মতো হেরোদ ও হেরোদীয়া যোহনের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। এই পটভূমিকা থেকে চরিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি ফেরাই।

ক। হেরোদীয়া

নিজের ইচ্ছা সিদ্ধ করতে যে কোন কাজ করতে সে আগ্রহী। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা পূরণ করতে হেরোদের উপর চাপ সৃষ্টিকারী। যখন থেকে হেরোদ তাকে অবৈধভাবে বিবাহ করে, তখন থেকে দীক্ষাদাতা যোহন বলতে শুরু করেছিলেন, "ভাইয়ের স্ত্রীকে রাখা হেরোদের বিধেয় নয়" (১৮ পদ)।

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

সত্যবাদী যোহনের মুখে এই কথা শুনে হেরোদীয়া চটে যান এবং যোহনকে বধ করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন (১৯ পদ)। অবশেষে সেই সুযোগ উপস্থিত হল (২১-২৮ পদ)। হেরোদের জন্মদিনের ভোজসভায় উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে হেরোদীয়ার কন্যা শালোমে নেচে নজর কাড়লেন। শালোমেকে দেখে হেরোদ নিজের লোভনা সামলাতে পেরে তার কাছে বোকার মত প্রতিজ্ঞা করে বসল। শালোমে তখন মায়ের কাছে পরামর্শ চাইলে, হেরোদীয়া কোন দ্বিধা না করে তার উচ্চাকাঙ্খার পথে কাঁটাস্বরূপ দীক্ষাদাতা যোহনের মাথা চায়। সে কথা শুনে হেরোদের জ্ঞান ফিরলেও উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে নিজের মান রক্ষায় হেরোদ নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করলেন- যোহনের মাথা উপহার দিলেন।

আমরাও কি ব্যক্তিগত ইচ্ছা চরিতার্থ করতে হেরেদীয়ার মত লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকি? মিথ্যা ভালোবাসা বা ক্ষমতা বা ভয় দেখিয়ে কি আমরা অন্যের দ্বারা নিজেদের কাজ সাধন করি, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করি? আমাদের দাম্পত্য জীবনে, পরিবারিক জীবনে, মাণ্ডলিক জীবনে বা কর্মজীবনে আমরা কি এমন কাজ করে থাকি?

খ। শালোমে

দীক্ষাদাতা যোহনের বিরুদ্ধে মায়ের ষড়যন্ত্রে শালোমে পুতুলের ন্যায় ব্যবহৃত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে, দীক্ষাদাতা যোহনের বিরুদ্ধে শালোমের নিজের কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু মায়ের চক্রান্তের সঙ্গে সেও জড়িয়ে পড়ে।

অনেক সময় আমরাও অন্যের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টির কাজে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়তে পারি। আমাদের মাণ্ডলিক জীবনে সর্বদা এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। এই ঘটনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইভাবে ঘটে থাকে — কেউ তার কথা অন্য একজনকে বলতে চায়, কিন্তু নিজে না বলে সে আপনাকে ব্যবহার করতে চায়। আপনি মধ্যস্থ হিসাবে সেই কাজ করেন, আপনার যদিও এর মধ্যে কোন স্বার্থ নেই, তথাপি সেই প্রথম ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে আপনিও জড়িয়ে পড়েন। আমরা সর্বদা সতর্ক থাকব যেন এইভাবে অন্যদের ব্যবহার না করি বা অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত না হই।

গ। হেরোদের বন্ধুরা

যদিও তারা মুখে কোনও কথা বলেনি, তথাপি তাদেরও অংশগ্রহণ আমরা চিন্তা করতে বাধ্য। এ সকল ঘটনা যখন ঘটেছিল, তারা কেবল সেখানে উপস্থিত ছিল। হেরোদ যখন শালোমের কাছে বোকার মতো প্রতিজ্ঞা করে, তখন তাদের মধ্যে কেউই তার বোকামির কথা বুঝাতে চেষ্টা করেনি। যখন দীক্ষাদাতা যোহনের মাথা চাওয়া হয়, তখন তাদের মধ্যে কেউই এর প্রতিবাদ করেনি বা এর বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেনি। তারা কেবল নীরব শ্রোতা হয়ে বসেছিল। তাদের এই নীরবতার দ্বারা তারা হেরোদের মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেয়, পরোক্ষভাবে এই নিষ্ঠুর কাজে অংশগ্রহণ করে।

আমরাও কি এমন পরিস্থিতিতে নীরবতা পালন করি? আমাদের নীরবতার দ্বারা চাপ বৃদ্ধি করি? নাকি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করি?